

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সাওম ও রমাদান

আসসালামু'আলাইকুম

ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ



হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয়
করো, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের
উপায় অনুসন্ধান করো এবং তাঁর
পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো,
সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে
পারবে। আল মায়েদাহঃ ৩৫

রামাদান মাস কেন এতো সম্মানিত
রামাদান বিশেষ মাস বলে সম্মানিত লাভ যে
কারণে তা হলো:

- নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী
হওয়ার উপায়
- পথ নির্দেশিকা আল কুর'আন নাযিল
- তাকওয়া অর্জনের জন্য রোযা ফরয
- আত্মশুদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাস
- বিশেষ রজনী কদরের রাত – ভাগ্যরজনী
টাই।
- * ইতিকাহের মাধ্যমে আরো বেশী রবের সাথে
সম্পর্কিত হওয়া
- সারা বিশ্বে একই সময় এই ইবাদাত
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়

রামাদান অর্থ পুড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ রোযা
গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

রোযা মানুষের আত্ম-সংযমের শক্তি সৃষ্টি
করে, মানুষের খুদী বা আত্মজ্ঞান যখন দেহ
ও অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপূর্ণভাবে
আয়ত্তাধীন করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজের
রুহের অধীন করে তখনই আত্মসংযম হয়।
রোযার মাস আমাদের ট্রেনিং দেয় কিভাবে
এই আত্মসংযম লাভ করা যায়। এই মাসে
আমরা প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থান যাচাই
করার সুযোগ পাই।

সাওমের পুরস্কার

রাসূল সা. বলেছেন:

- যে রামাদান মাসে ঈমানের সাথে প্রতিদানের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সহীহ আল বুখারী: ৩৮
- প্রত্যেক আদম সন্তানকে তার নেক আমল দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন, তা অবশ্য সিয়ামের প্রতিদান ছাড়া, কারণ সিয়াম আমার জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব। কেননা আমার কারণেই সিয়াম পালনকারী তার যৌনকার্য ও আহার বর্জন করে থাকে। সহীহ মুসলিম: ১১৫১
- আর সেই মহান সত্ত্বার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়। আরেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৯
- আল্লাহর রয়েছে প্রতি ফিতরে (ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দারা। মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৫৬
- যে রামাদান মাসে সিয়াম পালন করল, এরপর শাওয়ালের ছয়দিন সাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন সাওম রাখার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১১৬৪
- এ মাসে উমরা করা হজ্জ করার সমতুল্য। সহীহ মুসলিম: ১২৫৬
- যে কোন সাওম পালনকারীকে ইফতার করায়, তার (যে ইফতার করালো) তার (সাওম পালনকারীর) সমান সওয়াব হবে, অথচ সেই সাওম পালনকারীর সওয়াব কোন অংশে কমে যাবে না। আত তিরমিযী: ৬৪৭
- বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে, কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬১
- সিয়াম ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কোরআন বলবে, আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। মুসনাদে আহমাদ: ৬৬২৬

তাহলে দুনিয়া ও আখেরাত কল্যাণের জন্যই আমাদের এই রামাদান মাসকে কাজে লাগানোর জন্য এখনি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।



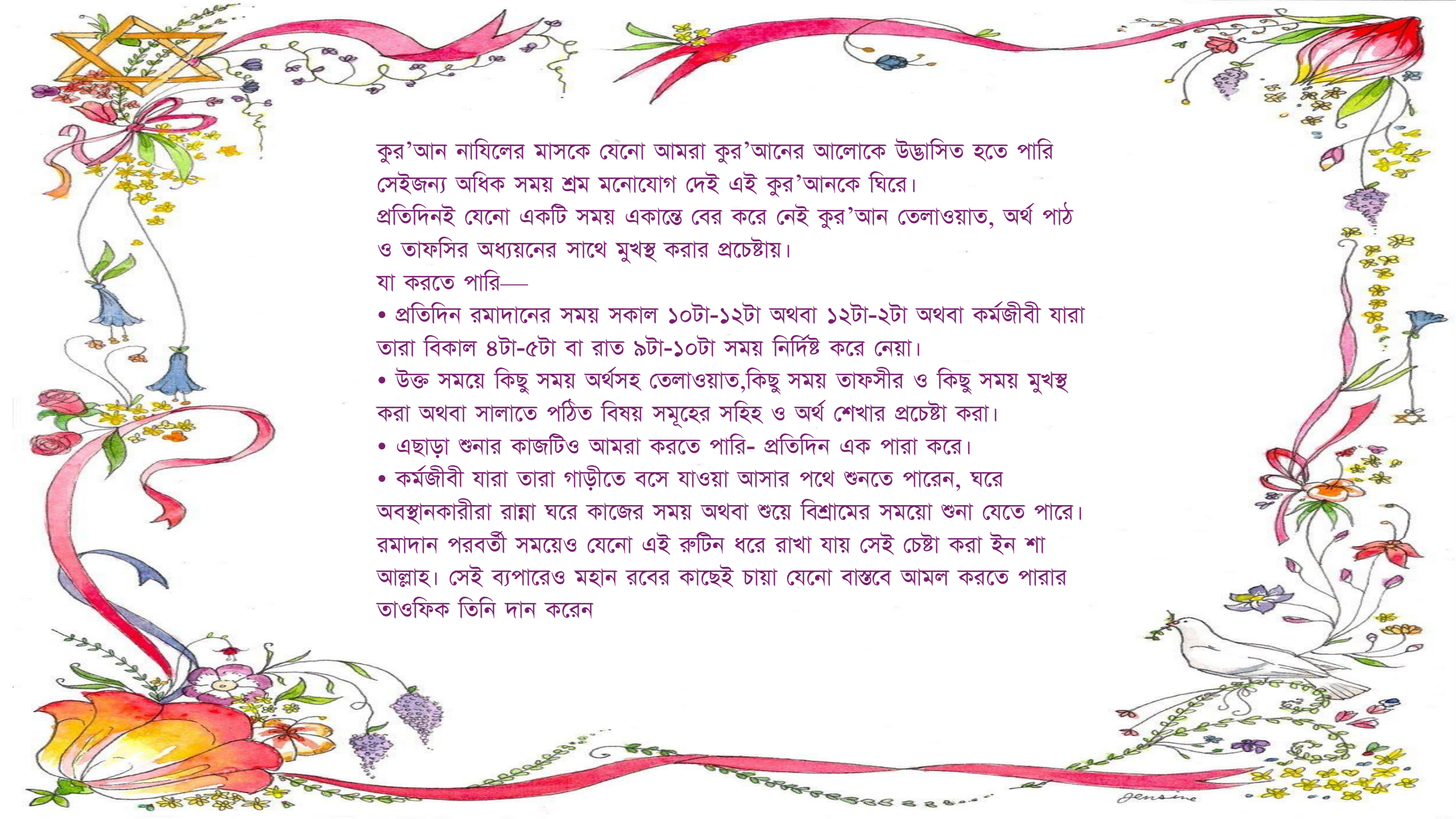


হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক কায়া পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। সহীহ আল বুখারী

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া।
কিছু সময় ব্যয় করবে তার প্রভুর প্রার্থনায়,
কিছু সময় ব্যয় করবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করে,
কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্য এবং
কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।

ইবনে হিব্বান





কুর'আন নাযিলের মাসকে যেনো আমরা কুর'আনের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারি সেইজন্য অধিক সময় শ্রম মনোযোগ দেই এই কুর'আনকে ঘিরে। প্রতিদিনই যেনো একটি সময় একান্তে বের করে নেই কুর'আন তেলাওয়াত, অর্থ পাঠ ও তাফসির অধ্যয়নের সাথে মুখস্থ করার প্রচেষ্টায়। যা করতে পারি—

- প্রতিদিন রমাদানের সময় সকাল ১০টা-১২টা অথবা ১২টা-২টা অথবা কর্মজীবী যারা তারা বিকাল ৪টা-৫টা বা রাত ৯টা-১০টা সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া।
- উক্ত সময়ে কিছু সময় অর্থসহ তেলাওয়াত, কিছু সময় তাফসীর ও কিছু সময় মুখস্থ করা অথবা সালাতে পঠিত বিষয় সমূহের সহিহ ও অর্থ শেখার প্রচেষ্টা করা।
- এছাড়া শূনার কাজটিও আমরা করতে পারি- প্রতিদিন এক পারা করে।
- কর্মজীবী যারা তারা গাড়ীতে বসে যাওয়া আসার পথে শুনতে পারেন, ঘরে অবস্থানকারীরা রান্না ঘরে কাজের সময় অথবা শুয়ে বিশ্রামের সময়ো শূনা যেতে পারে। রমাদান পরবর্তী সময়েও যেনো এই রুটিন ধরে রাখা যায় সেই চেষ্টা করা ইন শা আল্লাহ। সেই ব্যপারেও মহান রবের কাছেই চায়া যেনো বাস্তবে আমল করতে পারার তাওফিক তিনি দান করেন

আমরা নিজেকে এইভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন করে পূর্বের তুলনায় বর্তমান ও পরবর্তী সময়ের আমল আখলাকের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টায় পরিশ্রম করে যেতে পারি, মহান আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন। ক্ষুদ্র এই জীবনের পরিসমাপ্তি যেনো হয় স্থায়ী জীবনের সফলতার পথ ধরে।



১ম ১০ দিনের আমলের আত্মপর্যালোচনা করে দেখাঃ

- নিয়মিত ইবাদাত সমূহ হয়েছে কি না?
 - অন্তরে ইখলাসের স্পিরিট আছে তো?
 - সব সময় পবিত্র অযু অবস্থায় থাকা হয় কি?
 - আরো বেশী আমল করার সামর্থ্য ছিলো কি?
 - পরবর্তী দিনগুলোতে আরো কিছু কল্যানের ইবাদাত যোগ করে নেয়া।
 - নিজের ত্রুটি সংশোধন হয়েছে কি ?
 - আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন বুঝতে পারছি কি না?
 - বিদ'আত থেকে মুক্ত আছি কি?
 - গুনাহ থেকে সরে আসতে পেরেছি কি?
 - পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক আছে কি না? পরিবার ভালো সাক্ষী দিবে কি?
 - আত্মীয়তার হক আদায় হচ্ছেতো?
 - অধিনস্থদের প্রতি সদাচরন করছিতো?
 - সত্যবাদীতা, আমানতদারী, ওয়াদা পালনকারী, রাগ নিয়ন্ত্রনে সক্ষম ও অভ্যস্ত হয়েছি কি?
 - অহংকার, গীবত, হিংসা, লোভ থেকে পরিচ্ছন্ন হতে পেরেছি কি?
 - সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হচ্ছি কি?
 - পরিবারের আয় সুদমুক্ত ও হারামমুক্ত আছে কি?
 - পরিপূর্ণ পর্দার অনুশীলন(ঘরে ও বাইরে) করছি কি?
 - জিহ্বাকে সকল সময় আল্লাহর স্মরণে সিজ্ত রাখার অনুশীলন করছিতো?
- সঠিক পর্যালোচনার পর পরবর্তী রোজার দিনগুলো পালনের ব্যাপারে আরো যত্নশীল ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও পরিকল্পনায় এগুতে থাকি ইন শা আল্লাহ।

ফিদইয়া বা বিনিময় প্রদান।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

আর যারা তা (সাওম পালনে) সক্ষম নয় তারা(এর পরিবর্তে) ফিদইয়াহ হিসেবে মিসকীন খাওয়াবে। সূরা আল বাকারা: ১৮৪

• ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন: তারা হলো অতি বৃদ্ধ পুরুষ ও নারী যারা সাওম পালন করতে সক্ষম নয়, তারা উভয়েই প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবে। সহীহ আল বুখারী: ৪৫০৫

• অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে বা সে রোগী যার সুস্থতার আশা করা যায় না, তার উপর সিয়াম পালন ফরয নয়, অক্ষমতার জন্য। মহান আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়াময়। তিনি বলেছেন:

আল্লাহ কারও উপর তার সাধের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। সূরা আল বাকারা: ২৮৬

• মিসকীনের বালিগ হওয়া শর্ত নয়, তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দেয়া যাবে না। দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন শিশুকেও ফিদইয়া দেয়া যাবে।

• মিসকীনের সন্তানেরা, তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ যাদের উপর তার খরচ করা ওয়াজিব, তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি তাদের জন্য এই মিসকীন ছাড়া খরচ করার অন্য কেউ না থাকে।

• একজন মিসকীনকে দেশীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্ধেক স্বা (প্রায় ১.৫ কেজি) প্রদান করা হবে, তা চাল বা খেজুর বা অন্য কিছুই হোক না কেন। আর যদি এর সাথে উপযুক্ত অন্য খাবার রান্না করা তরকারী বা গোস্ত, তবে তা উত্তম।

• ফিদইয়াহ এর খাদ্যের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হবে না।

• ইবনু আব্বাস রা. সহ একদল সাহাবা রা. বলেছেন: আর যদি তিনি (সাওম করতে অক্ষম) দরিদ্র হন অর্থাৎ মিসকীন খাওয়াতে সক্ষম না হন, তবে তার উপর কিছু বর্তায় না, আর এই ফিদইয়া একজন মিসকীনকে বা অনেকজনকে দেয়া যেতে পারে মাসে শুরুতে বা এর মাঝে বা এর শেষে।

(মাজমু ফাতওয়া ইবন বায ১৫/২০৩)

• সব দিনের ফিদইয়াহ মাসের শেষে একবারে আদায় করা যেতে পারে। যেমন ৪৫ কেজি চাল রান্না করে মিসকীনদের দাওয়াত করে খাওয়ানো হয় তবে তা উত্তম, হযরত আনাস রা. এমনটি করেছেন। (ফাতাওয়াহ রামাদান)



ইতিকার করাঃ

ইতিকার শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অবস্থান করা। এটি দীর্ঘ সময়ের জন্যেও হতে পারে, অল্প সময়ের জন্যেও হতে পারে। শরিয়তের এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যা নির্দিষ্ট কোন সময়সীমার মধ্যে ইতিকারকে সীমাবদ্ধ করে দিবে।

ইবনে হায়ম বলেছেন:

“আরবী ভাষায় ইতিকার শব্দের অর্থ-অবস্থান করা। তাই আয়াহর মসজিদে তাঁর নৈকট্য লাভের আশায় যে কোন অবস্থানই হল ইতিকার। সেটা কম সময়ের জন্যে হোক অথবা বেশি সময়ের জন্যে হোক। যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা বা সময় নির্ধারণ করেনি” সমাঙ। [আল-মুহাজ্জা (৫/১৭৯)]

প্রশ্ন: যদি এলাকার কেউ ইতিকারে না বসে তাহলে কি পুরো এলাকাবাসী ওনাগার হবে? আর কেউ যদি বসে তাহলে কি পুরো এলাকাবাসী তার সওয়াব লাভ করবে?

উত্তর:

আমাদের দেশে মনে করা হয় যে, সমাজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তিকে অবশ্যই ইতিকারে বসতে হবে তা না হলে সবাই ওনাগার হবে। কিন্তু এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, ইতিকার হল একটি সুন্নত ইবাদত। যে কোন মুসলিম তা পালন করতে পারে। যে ব্যক্তি তা পালন করবে সে অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে। সবার পক্ষ থেকে একজনকে ইতিকারে বসতেই হবে এমন কোন কথা শরীয়াতে নেই। কেননা তা ফরযে কেফায়াহ নয় বরং সুন্নত।

আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষেত্রে তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতকে যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করেন এবং সকল বিনআত ও সুন্নত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে হেফযত করেন। আমীন, আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

ইতিকারের হুকুম কী?

উত্তর আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিলের ভিত্তিতে ইতিকার শরয়ি বিধান।

কুরআনের দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: “এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকারকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৫]

এবং আল্লাহর বাণী: “আর যতক্ষণ তোমরা ইতিকার অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে যৌনকর্ম করো না।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদিসের দলিল: এ সংক্রান্ত অনেক হাদিস রয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) এর হাদিস: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকার করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকার করেছেন।” [সহিহ বুখারী (২০২৬) ও সহিহ মুসলিম (১১৭২)]

ইজমা: একাধিক আলেম ইতিকার শরয়ি বিধান হওয়ার পক্ষে ইজমা উচ্চত করেছেন; যেমন- ইমাম নববী, ইবনে কুদামা ও শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ। [দেখুন: আল-মাজমু (৬/৪০৪), আল-মুগনি (৪/৪৫৬), শারহুল উমদা (২/৭১১)। শাইখ বিন বায (রহঃ) “মাজমুউল ফাতাওয়া” গ্রন্থে (১৫/৪৩৭) বলেন:

“কোন সন্দেহ নেই ইতিকার আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের একটি মাধ্যম। ইতিকার রমযান মাসে পালন করা অন্য সময়ে পালন করার চেয়ে উত্তম...। এটি রমযান মাসে ও অন্য সময়ে পালন করা শরিয়তসম্মত।” [সংক্ষেপিত]

দুই:

ইতিকারের হুকুম: ইতিকারের মূল বিধান হচ্ছে- এটি সুন্নত; ওয়াজিব নয়। তবে, কেউ মানত করলে তার উপর ওয়াজিব হবে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন আনুগত্য পালন করার মানত করে সে যেন সেই আনুগত্য আদায় করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার মানত করে সে যেন আল্লাহর অবাধ্য না হয়।” [সহিহ বুখারী (৬৬৯৬)]

এবং যেহেতু উমর (রাঃ) বলেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহেলি যুগে মাসজিদুল হারামে এক রাত ইতিকার করার মানত করেছি। তিনি বললেন: “তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।” [৬৬৯৭]

ইবনুল মুনিযির তাঁর ‘আল-ইজমা’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৫৩) বলেন:

আলেমগণ ইজমা করেছেন যে, ইতিকার সুন্নত; ফরয নয়। তবে কেউ যদি মানত করে নিজের উপর ফরয করে নেয় তাহলে ফরয হয়।” [সমাঙ]

দেখুন: ড. খালেদ আল-মুশাইকিহ এর ‘ফিকহুল ইতিকার’ পৃষ্ঠা- ৩১

সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

ইতিকার্য করা সুলতে মুয়াক্কাদাহ (গুরুত্বপূর্ণ সুলত)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমাযানে ১০ দিন ইতি-কাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যু বরণ করেন সে বছর একটানা ২০ দিন ইতিকার্য করেছেন। (সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইতি-কাফ, আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত)

ইতিকার্যের কতিপয় উপকারিতা:

ঈমানদারের জন্য ইতিকার্যে অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

১. এর মাধ্যমে কিছু দিনের জন্য দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহ নৈকট্য হাসিলের বিশাল সুযোগ পাওয়া যায়।
২. এ সময় অধিক পরিমাণে নফল সালাত, জিকির-আজকার, দুআ, তাসবীহ, তাকবীরে উলা তথা ইমামের প্রথম তাকবীরে সাথে জামাআতে সালাত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা কবর আখিরাত, হাশর-নশর, আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, জাহ্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন মুখস্থ, ইসলামী জ্ঞানার্জন ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৩. এ ছাড়াও ইতিকার্যের ফলে দৃষ্টি হেফাজত, অশ্লীল, অনর্থক ও মিথ্যা কথা থেকে মুখ হেফাজত, গীবত-পরনিন্দা, চুগলখোরি ইত্যাদি অসংখ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।
৪. রমাযান মাসে ইতিকার্য করার সবচেয়ে বড় ফায়দা হল, শেষ দশকের রাত জেগে ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাওফিক দান করলে 'লাইলাতুল কদর' বা শবে কদর লাভ করা সম্ভব হয়-যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। নি:সন্দেহে এটি জীবনের অন্যতম সেরা অর্জন।
৫. ইতিকার্য এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুলত আদায় করা হয়- যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে প্রায় পরিত্যক্ত।